সমাজ বদলের সংগ্রাম

বাংলাদেশ দলিত পরিষদ (বিডিপি)

ঘটনার পরবর্তী ফলোআপ :

দলিতদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা আন্দোলনে নেতৃত্ব দেওয়ার কারণে দলিত নেতা গ্রেফতার ও মিথ্যা মামলায় ফাসানোর গভীর ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ;

গত ২২/১০/১১ ইং দিবাগত রাত্রে দলিত পরিষদ কেশবপুর শাখার সভাপতি উজ্জ্বল দাস, তার পিতা কুমার দাস, ঠাকুর দাদা অনিল দাস-দের পুলিশ গ্রেফতার করে জেল হাজতে প্রেরণ করে। গ্রেপ্তারের খবর শুনে ঐ দিন ভোরবেলা কয়েকশত দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ জড়ো হয় কেশবপুর থানায়। ঘটনার পিছনের কারণ হিসাবে জানা যায়, গত এপ্রিল মাসে কেশবপুরের স্বনামধন্য সনাতনধর্মীয় নেতা শ্যামল সরকারের পিতৃ শ্রাদ্ধে খাওয়া দাওয়াকে কেন্দ্র করে ঋষিদের জন্য পৃথক খাবারের ব্যবস্থা করলে উজ্জ্বল দাসসহ দলিত পরিষদের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ শ্যামল সরকারের সাথে তার বাসভবনে মিলিত হয়। ঘটনাস্থলে উজ্জ্বল দাসের গ্রামের কয়েকজন শ্যামল সরকারের এ বৈষম্যমূলক ব্যবস্থাকে গতানুগতিক বলে দাবি করলেও বিষয়টি এক প্রকার আলোচনা সাপেক্ষে স্থিমিত হয়ে পড়ে। এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে শ্যামল সরকারের কথিত ভক্ত সঞ্জয় দাশ, উজ্জ্বল দাস ও আলোচনায় অংশগ্রহণকারী দলিত পরিষদের নেতৃবৃন্দদের শ্যামল সরকারের এই বৈষম্যের কথা বলার কারণে কটুক্তি করে ভৎর্সনা করে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরবর্তীতে সঞ্জয় দাস ও উজ্জ্বল দাসের ছোট ভাই প্রশান্ড় দাশ বাকবিতন্ডায় জড়িয়ে পড়লে মারামারি সৃষ্টি হয়। এর ফলে সঞ্জয় দাস কেশবপুরের উচ্চদরের ক্ষমতাশীল ব্যক্তি হিসাবে খ্যাত শ্যামল সরকারের প্রত্যক্ষ ইন্দনে উজ্জ্বল দাস ও তার পরিবারের সদস্যদের বির"দ্ধে থানায় অভিযোগ করলে বিষয়টি নিয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে ব্যপক তোলপাড় শুর" হয়। অত:পর গত ২০/১০/১১ তারিখে ভালুকঘর শ্মশানে দলিতদের স্বজনের শব দাহ করতে উচ্চ বর্ণের লোকেরা বাধা প্রদান করলে আন্দোলন শুর" হয় দলিতদের মধ্যে। এহেন ঘৃণ্য অপরাধকে মানতে না পেরে সচেতন নাগরিক সমাজও এই আন্দোলনে অংশ নিয়ে সংহতি প্রকাশ করে। উচ্চবর্ণের এই মধ্যযুগীয় বর্বরতাকে জনস্মুখে তুলে ধরে বক্তব্য রাখেন দলিত পরিষদের নেতৃবৃন্দ। যার একদিন পরেই গ্রেফতার হয় ঐ আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী অন্যতম নেতা উজ্জ্বল দাস। এবং মানববন্ধন কর্মসূচীর পরদিন উজ্জ্বল গ্রেফতার হলে বেরিয়ে আসে এ সকল চাঞ্চল্যকর তথ্য। ক্ষমতাধর উচ্চবর্ণের হিন্দু নেতার মদদে মিথ্যা ও প্ররোচিত মামলায় পুলিশ গ্রেফতার করেছে উজ্জ্বল দাসকে বলে এলাকায় রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে। বালিয়াডাঙ্গা ঋষি পাড়ার প্রত্যক্ষদর্শীরা বলেন, উজ্জ্বল দাশকে গ্রেপ্তারের সময় পুলিশের সোর্স হিসাবে শ্যামল সরকারের ভাইপো উপস্থিত ছিলেন।

শ্মশানঘাট থেকে বিতাড়িত দলিত সম্প্রদায়ের লোকেরা ঐ সকল ঘৃণ্য রক্ষণশীল উচ্চবর্ণের লোক তথা দক্ষিণবঙ্গের ঐতিহাসিক বিদ্যাপিঠ চুকনগর ডিগ্রী কলেজ-এর ধর্মীয় ও সংস্কৃত বিভাগের প্রভাষক অসীম ভট্টাচার্য (বাপ্পী), ডাঃ অজিত কুমার ঘোষ, গৌর চন্দ্র মলি- ক প্রমূখরা বাংলাদেশ সংবিধানের ২৭, ২৮ অনুচ্ছেদের অবমাননা দেশদ্রোহীর অপরাধ করেছে বলে প্রমাণিত। যার কারণে দলিত পরিষদের নেতৃবৃন্দ ঐ সকল কুচক্রিদের বির"দ্ধে আদালতে মামলাসহ বৃহত্তর আন্দোলনের পরিকল্পনা গ্রহণ করতে যাচ্ছে।

এদিকে গত ২১/১০/১১ ইং তারিখ কেশবপুর প্রেসক্লাবে ডা; অজিত ঘোষ, প্রভাষক অসীম ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে এক সংবাদ সম্মেলনে তারা নিজেদের নির্দোষ বলে দাবি করেছেন কিন্তু নিজেদের অজান্ড়ে স্বিকার করেছেন যে, ঋষি/মুচিদের শবদাহের জন্য আলাদা চিতা এবং উচ্চবর্ণের হিন্দুদের শবদাহের জন্য আলাদা চিতা তৈরি আছে। যা সংবাদ সম্মেলনত্তোর প্রকাশিত সংবাদ দৈনিক লোকসমাজ, দৈনিক পূর্বাঞ্চল, দৈনিক স্পন্দন সহ অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত সংবাদপত্রসমূহে ঋষি সম্প্রদায়ের মৃত আনন্দ দাসের শবদেহ উচ্চবর্ণের হিন্দুদের ব্যবহৃত চিতায় দাহ করার জন্য সকল প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হয়েছিল মর্মে সংবাদ প্রকাশিত হয়। এলাকার সচেতন ব্যক্তিদের নিকট নিজেদের অপরাধ ঢাকতে এহেন স্ববিরোধী বক্তব্য গভীর চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

(সংযুক্তি হিসাবে সংবাদ পত্রের কাটিং যুক্ত করা হল)
প্রতিবেদক-

বিকাশ দাশ
সমন্বয়কারী
বাংলাদেশ দলিত পরিষদ।